16

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪ ...

# পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেওয়ার অপেক্ষায়

বাউফল সংবাদদাতা ॥ দক্ষিণ বাংলার একমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পটুয়াখালী কৃষি কলেজটি বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবরূপ নিতে প্রধানমন্ত্রীর দাপ্তরিক নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করিয়া গত ১৫ই মার্চ পটুয়াখালী সফরকালে পটুয়াখালী কৃষি কলেজটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আশ্বাস দেন। বর্তমানে পটুয়াখালীর দুমকীর কলেজটির সুরম্য ভবনগুলির এলাকাটি ছিল কাঁটাবন, খেঁকশিয়ালের আবাসস্থল এবং কচুরিপানা, ডোবা ও সরীসৃপে ভরপুর। স্থানটি আজ ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীর পদচারণায় মুখরিত। জানা যায়, '৭২ সনের কোন এক সময় ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এম, কেরামত আলীর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় দশমিক বিশ শতাংশ জমির উপর গোলপাতার ছাউনি দিয়া কলেজটির পদযাত্রা শুরু হয়। '৭৯ সনে কলেজটি প্রথম কৃষি কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। '৮৫ সনে কলেজটি

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

পটুয়াখালী কৃষি কলেজের প্রশাসনিক ভবন —ইত্তেফাক

## পটুয়াখালী কৃষি কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

সরকারী করা হয়। ইহার পর হইতে কলেজটি পর্যায়ক্রমে উন্নয়নকল্পে অর্থ বরাদ্দ হইতে থাকে। কলেজটি উন্নয়নের জন্য ৪২ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়। উক্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কাজ '৯৯ সনের জুন মাসে সমাপ্ত হইবে।

এই পর্যন্ত ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে যেসব উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হইয়াছে তাহা হইতেছে ১০০ আসনবিশিষ্ট ৬টি ক্লাসরুম, ১৫টি গবেষণাগার, ৭৫টি শিক্ষক রুম, ১০০ আসনবিশিষ্ট সেমিনার কক্ষ, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৩৫২ আসনবিশিষ্ট ২টি ছাত্রাবাস, ৯৬ আসনবিশিষ্ট ১টি ছাত্রীনিবাস। ১২ আসনবিশিষ্ট গেষ্ট হাউস, অধ্যক্ষের দ্বিতল বাসভবন, শিক্ষকদের বাসভবন, ৩০ আসনবিশিষ্ট শিক্ষকদের ডরমিটরী ভবন, কর্মচারীদের বাসভবন, শ্রমিকদের শেড, দ্বিতল লাইব্রেরী ভবন, মেডিকেল কমপ্লেক্স, মসজিদ ব্যায়ামাগার, ৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম, ফার্ম, অফিস ও গোডাউন, ডেইরী ও পোল্ট্রি শেড, থ্রেসিং ফ্লোর, ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্লোর মেসিনারী শেড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ২টি পাম্প হাউস, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, মৎস্য চাষের জন্য পাঁচ দশমিক ৫ একর লেক। ক্যাম্পাসের ভিতরে ৩ হাজার মিটার রাস্তাঘাট পাকা এবং ৩ হাজার মিটার বাউণ্ডারী ওয়াল। ৩৫ একরে রহিয়াছে হর্টিকালচার ফার্ম। ইহাছাড়া কোষ্টাল ফার্ম তৈরীর জন্য কুয়াকাটায় ১০০০ একর জমি রহিয়াছে। কলেজটিতে বর্তমানে ১৩টি বিভাগে ৫৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। লেখাপড়ার পরিবেশ অন্যান্য কলেজের তুলনায় ভাল। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শফিউল আলম ও কলেজের অন্যান্য শিক্ষকদের সহিত আলাপ করিলে তাহারা কলেজটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া ইত্তেফাককে জানান, কলেজটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের শস্য ভাণ্ডারের সহিত যুক্ত হইবে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য ও জলভান্ডার; অনাবাদী ও স্বল্পাবাদী লবণাক্ত চরাঞ্চলের বিশাল গোচারণ ক্ষেত্র এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী বনাঞ্চল, যাহা সমগ্র বাংলাদেশের কৃষি জমির ৩০% অর্থাৎ ৩ লক্ষ হেক্টর। যাহাতে নিবিড় গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া ৫ বছরে কৃষি সম্পদ উন্নয়নে শতকরা ৩০ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হইবে।